শহীদ মিনারে যাবো

মাহমুদা রুনু

আমি আজ শহীদ মিনারে যাবো———
ভোরের আলো ফোটার আগেই ।
কালোপেড়ে সাদা শাড়ী —
হাতে রক্তের চেয়েও লাল পলাশ, শিমুল।
বুকে সমুদ্র-গভীর কৃতজ্ঞতা
ওদের সকলের জন্য —- আমার প্রাণপ্রিয় ভাইটির জন্য ।

কুকাবুরাকে অনুনয় করবো বাংলায় গাইতে ,
বটলব্রাশকে বলবো পলাশের রঙ্গে নাইতে,
আর
জাকারান্ডাকে বলবো কৃষনচুড়ার রঙ্গে সাজতে ।

কতদিন যাওয়া হয়নি, কতটা বছর ।
ভাইয়ের স্মৃতির মিনারে ।
জীবিকার গোলক ধাধায়,
ক্যামন এক স্বাথ র্প রতার অন্ধকার পথ
বেয়ে জীবন চলে যায় ।
অতঃপর তবুও ————
শ্রবনের ওপার থেকে শ্রাবন বৃষ্টির মতো শুনি ॥॥॥॥॥

ওরা ততোটাই স্পষ্টতায় দোয়েলের হ্রতপ্রায়
সুরে-তানে বলে যায়, ডেকে যায়
প্রতি ফাল্গুনে বষ ´পরম্পরায় ।
আমরা আছি ———
বাঙ্গালীর চোখের তারায়,
বুকের স্পন্দনে,
শ্রদ্ধায় ভালবাসায় ।

আরেক ফাল্গুনে তোমাদের
আবার আসতেই হবে
নষ্ট মানুষের বিষোৎগারে আক্রান্ত
মানচিত্রকে বাঁচাতে ।
আজ থেকে শুরু হোল আমার দিন গোনা
তোমাদের আসার আশায় ।

কালো র‍্যাব নয়, লাল পলাশ হয়ে
এসো প্রতিজ্ঞার ষ্টেনগান হাতে ,
দক্ষ সামরিক বহরে নয়
এসো বাদাম তোলা নৌবহরে
স্বাধীনতার শাশ্বত অস্ত্র হাতে ।
মিথ্যা প্রতিশ্রুতির রাজারনীতিতে ক্লান্ত
জনপথে এসো সত্য-প্রদিপ্ত মশালের আলোয় ।

আমরা অপেক্ষায় আছি, আমাদের হাতে হাত
বলিষ্ট কাঁধে কাঁধ ।
একটি লাল গোলাপ, একটি পলাশ, একটি কৃষনচুড়া
একটি শিমুল আর আকাশের মত উন্মুক্ত মন
সমুদ্র-গভীর ভালবাসা নিয়ে ।

ফিরে আয় ভাই - তোর অগনিত সহযোদ্ধা
মুক্তিযোদ্ধার মিছিল নিয়ে ।
আমরা শহিদ মিনারে যাবো

ভোরের আলো ফোটার আগেই ।

আবার যুদ্ধে যাবো, যুদ্ধে যাবোই
বাংলার জন্য, বাংগালীর জন্য, মানচিত্রের জন্য ।

জ্বলবে আমাদের অনিব ান শিখা
এক ফাল্গুন হোতে আরেক ফাল্গুনে
অনন্ত কালের পথ ধরে ।

২০ ফেব্রুয়ারী ২০০৬